ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 016 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১৬ ● কলকাতা ● ০২ মাঘ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 175

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর বাচ্চাদেরও বলি আমাদের ছোটবেলা কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে। আমাদের ছোটবেলা কত খারাপ কেটেছে, তোমাদের জীবন কত ভাল কাটছে।

এইরকম তুলনা করে মনে বড় আনন্দ মেলে যে আমাদের জীবনে কত উন্নতি হয়েছে, জীবনের উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছি।

ক্রমশঃ

আইপ্যাক-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা রাজ্যের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ED-র দাবিই বৈধতা পেল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। শেক্সপিয়র সরণী এবং সল্টলেকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় E D - র বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া চারটি এফআইআর-এই স্থগিতাদেশ দিল আদালত। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে।পাশাপাশি, প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সল্টলেকে আইপ্যাকের দফতর এবং তার আশেপাশের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সমস্ত নথিপত্রও সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে চূড়ান্ত রায়দান করবে আদালত। পাশাপাশি, হাইকোর্টে কেন শুনানি শুনানি হবে না, সেই প্রশ্ন তোলা হয় রাজ্যের তরফে। তবে আদালত জানিয়েছে, বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িয়ে

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পে ঝাড়গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া, ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকায় তিন রাস্তার শুভ সূচনা

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে জঙ্গলমহলে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করতে পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের রাস্তার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকে একাধিক পথশ্রী–রাস্তাশ্রী রাস্তার শুভ সূচনা করা হলো। ঝাড়গ্রাম ব্লকের সরডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামকিশোরপুর থেকে ইন্দ্রডাঙ্গা, আগুইবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের আগুইবনির ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে মুড়াবনি এস.এস.কে.এম এবং চন্দ্রি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরকোলা থেকে সালগোড়া পর্যন্ত মোট তিনটি রাস্তার উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী। জানা গেছে, মোট ৩.৭২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই তিনটি রাস্তা নির্মাণে প্রায় ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী বলেন, “বাংলার মাটি, বাংলার পথ—স্বনির্ভরতাই বাংলার শপথ। রাজ্য সরকারের এই স্লোগানকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে চলেছি। দিদির স্বপ্নের জঙ্গলমহলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উন্নয়নের ছোঁয়ায় মুড়ে ফেলাই আমাদের একমাত্র অঙ্গীকার।” এই পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনই জঙ্গলমহলের সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন গতি আসবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

SIR শুনানি ঘিরে রণক্ষেত্র বিডিও অফিস, ভাঙচুর ও পথ অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার অগ্নিগর্ভ উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া। বৃহস্পতিবার সকালে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে চাকুলিয়া বিডিও অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠল বিক্ষোভকারীদের
বিরুদ্ধে।উল্লেখ্য, বুধবার ফরাক্কায় বিধায়ক মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিডিও অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও অভিযোগ ছিল সাধারণ মানুষকে নথিপত্র নিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। চাকুলিয়াতেও
বিক্ষোভকারীদের গলায় একই সুর শোনা গিয়েছে। তবে কমিশন সাফ জানিয়েছে, কমিশনের নির্দেশিকায় হস্তক্ষেপ করলে তা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হবে।ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন চাকুলিয়া থানার আইসি। এই ঘটনায় জেলাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং ইসলামপুর পুলিশ জেলায় ‘হাই অ্যালার্ট’ জারি করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ প্রায় ৩০০ জনের একটি দল জোর করে বিডিও অফিসে ঢোকার চেষ্টা

এরপর ৩ পাতায়

ময়নাগুড়ি পৌষ সংক্রান্ত দিনে পাগলা বাবার মেলা

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ি ব্লকের কালিরহাট পৌষ সংক্রান্তির থেকে শুরু হলো জয় পাগলা বাবার মেলা। পাশাপাশি দুটি পাগলা বাবা রয়েছে। পৌষ সংক্রান্তির আগে দিন থেকে শুরু হয়েছে পাগলা বাবার মেলা। জলপাইগুড়ি জেলার থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও প্রচুর লোক এই পাগলা বাবার মেলায় উপস্থিত হন।রাইমোহন পাগলার বাড়ি প্রচুর ভক্তের সমাগম ও উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দুদিন ব্যাপী শুধু পাগলের গান গাওয়া হয়। এবং ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভক্ত মানত কারী চাল, ডাল, সবজি বিভিন্ন রকম ফলমূল নিয়ে হাজির হয়ে থাকে। অনেক ভক্ত বলেছে, এই পাগলা বাবার আশীর্বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই পৌষ সংক্রান্তি দিন প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে। কালিরহাট পাগলা বাবার থামে হরিনাম কীর্তন এর শেষে পৌষ সংক্রান্ত দিন পদাবলী আসর বসে। এবং ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দুই পাগলা মিলে জমজমাট মেলার আসর বসে। ভক্তদের কাছ থেকে জানা যায় পাগলা বাবার আশীর্বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে।

(১ম পাতার পর)

আইপ্যাক-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা রাজ্যের

রয়েছে। তাই সুপ্রিম কোর্টেই শুনানি হবে। যদিও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "হাইকোর্টে তো ওরাই গিয়েছিল। আমরা তো যাইনি!" তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে, আজ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে CBI তদন্তের দাবিও জানায় ED. রাজ্যের DG এবং আইপিএস অফিসারদের সাসপেন্ড করার যে আর্জি জানিয়েছিল ED, এদিন তা গৃহীত হয়নি আদালতে।অর্থাৎ ওই সময়কাল পর্যন্ত পুলিশের দায়ের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে কোনও তদন্ত হবে না। আদালত জানিয়েছে, উপযুক্ত অনুমতি এবং নথি নিয়ে কেউ তদন্ত করতে চায়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নের জায়গা থাকে না।

গোড়া থেকেই ED দাবি করছিল, যেভাবে তদন্তকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশ এবং বিধাননগর পুলিশের FIR দায়ের করেছে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিয়ম মেনেই তদন্ত করতে গিয়েছিলেন ED-র অফিসাররা। তথ্য নষ্ট করতে, ED-র অফিসারদের হেনস্থা করতেই পুলিশ FIR দায়ের করেছে। তাই পুলিশের দায়ের করা FIR গুলি স্থগিতাদেশ নিতে এদিন আদালতে আর্জি জানায় ED. সেই মতোই চারটি FIR-এ স্থগিতাদেশ জারি করল আদালত। ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশের দায়ের করা FIR নিয়ে কোনও তদন্ত হবে না আর।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই কেন্দ্রীর বিজেপি সরকার ED-কে ব্যবহার করছে, তাদের নির্বাচনী তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে গোড়া থেকে দাবি করে আসছিল তৃণমূল। যদিও ED-র দাবি ছিল, রাজনীতির সঙ্গে তাদের তদন্তের কোনও সংযোগ নেই। কয়লাপাচার নিয়ে তদন্ত চলছে। সেই নিয়ে এদিন আদালত জানাল, উপযুক্ত অনুমতি এবং নথি নিয়ে তদন্ত করতে গেলে, সেই সংস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ ED যদি উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে, আইন মেনে যদি তদন্ত চালায়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। আদালত জানিয়েছে, ED বা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির কাজে রাজ্যের সংস্থার হস্তক্ষেপ গুরুতর বিষয়। প্রত্যেক সংস্থা যাতে স্বতন্ত্রভাবে তদন্ত করতে পারে, তা দেখতে হবে।

বিচারপতিরা এদিন আরও জানান, কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তেমনই কেন্দ্রীয় সংস্থা সঠিক ভাবে কাজ করলে, রাজনৈতিক দল যুক্ত আছে বলে তদন্ত করা যাবে না, এমনও বলা ঠিক নয়। এই মামলায় সব পক্ষকেই নোটিস দিয়েছে আদালত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের DGP রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা, দক্ষিণ কলকাতার ডেপুটি কমিশনার প্রিয়ব্রত রায়ের আইনজীবীকেও নোটিস দেওয়া হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে হবে সকলকে। ৩ ফেব্রুয়ারি সেই নিয়ে পরবর্তী শুনানি হবে।

(২ পাতার পর)

SIR শুনানি ঘিরে রণক্ষেত্র বিডিও অফিস, ভাঙচুর ও পথ অবরোধ

করে। তারা মূলত এসআইআরের শুনানিতে ডাক পাওয়া ব্যক্তি। পুলিশ বাধা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিক্ষোভকারীরা অফিসের ভেতরে ঢুকে কম্পিউটার, প্রিন্টার-সহ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এবং চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। এমনকি নথিপত্র নষ্ট করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।বিডিও-র দাবি অনুযায়ী, প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

উত্তেজিত জনতাকে সামলাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশও। ইটের আঘাতে চাকুলিয়া থানার আইসি গুরুতর জখম হন। এছাড়া দপ্তরের বেশ কয়েকজন কর্মীকেও আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফরাক্কা ও চাকুলিয়ার ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনো অবস্থাতেই শুনানি কেন্দ্র বদল করা যাবে না। 'আনম্যাপড' এবং 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। বিডিও-র লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নৌদিবসে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জনিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নৌদিবস উপলক্ষে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী মোদী জানিয়েছেন, আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী শৌর্য এবং নিষ্ঠার প্রতিরূপ। তারা আমাদের উপকূল রক্ষা করে এবং আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থ বজায় রাখে। শ্রী মোদী বলেছেন, “আমি এবছরের দেওয়ালি কখনও ভুলবো না। ওই দিন আমি আইএনএস বিক্রান্তে কাটিয়েছি নৌসেনাদের সঙ্গে। আগামীদিনের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।”

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেন :

“নৌদিবসের শুভেচ্ছা ভারতীয় নৌবাহিনীর সকল জওয়ানকে। আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী সাহস এবং নিষ্ঠার সমার্থক। তারা আমাদের উপকূল রক্ষার পাশাপাশি আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের নৌবাহিনী নজর দিয়েছে স্বনির্ভরতা এবং আধুনিকীকরণের ওপর। এতে বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের নিরাপত্তার সরঞ্জাম।

আমি এবছরের দেওয়ালি ভুলতে পারবো না। ওই দিনটি আমি কাটিয়েছি নৌবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে আইএনএস বিক্রান্তের ওপর। আগামীদিনগুলির জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে জানাই আমার শুভেচ্ছা।”

সম্পাদকীয়

রাজীব কুমার-মনোজ বর্মাদের সাসপেন্ডেরহবে কী?

ডিজি রাজীব কুমারের সাসপেনশন চেয়ে আর্জি ইডির। বৃহস্পতিবার আইপ্যাক তল্লাশি মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। তার আগেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফে সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আরও একটি আবেদন করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে ডিজিপি রাজীব কুমারকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক। শুধু ডিজিপি একা নন, এর পাশাপাশি সিপি মনোজ কুমার বর্মা এবং দক্ষিণ কলকাতার ডিসিবি প্রিয়ব্রত রায়ের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করার আর্জি জানায় ইডি।প্রসঙ্গত, আইপ্যাক-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে জোড়া পিটিশন দায়ের করেছে ইডি। প্রথম পিটিশনটি দায়ের করা হল ইডির তরফে। দ্বিতীয় পিটিশনটি দায়ের করলেন ইডির তিন আধিকারিক - নিশান্ত কুমার, বিক্রম অহলওয়াত এবং প্রশান্ত চান্ডিলা। দুই মামলাতে রাজ্যের পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, নগরপাল মনোজ ভর্মা, কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) প্রিয়ব্রত রায় এবং সিবিআইকে। সেই মামলারই শুনানি রয়েছে আজ। তবে তার আগেই ফের রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি ইডির।এই সকল আধিকারিকদের সাসপেন্ড করা হোক আবেদন করা হয় কোর্টে।

সুপ্রিম কোর্টে ইডির অভিযোগ, তদন্ত চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক গুরুতর অসদাচরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেননি। এই আচরণ তদন্তের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে দাবি করেছে ইডি। এখানেই শেষ নয়, ইডির অভিযোগ রাজীব কুমার শুধু তদন্তে বাধা দিয়েছেন এমনটা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে এই ঘটনার নজির আগেও রয়েছে। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ধরনায় বসেছিলেন সেই সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন রাজীব। তখনও তিনি একই ভাবে ধরনায় বসেছিলেন। যা একজন আইপিএস অফিসারের কাজের বিরোধী।

এরপর আজ শুনানির সময় ওই জায়গায় অপরাধমূলক নথি রয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। সে বিষয়ে স্থানীয় পুলিশকে আগেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু এরপরও ডিজিপি, মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট এলাকার ডিসিপি-সকলেই বিপুল পুলিশ বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তদন্তকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়াই সেই সব সামগ্রী নিয়ে যান। এটি সরাসরি চুরির সমান অপরাধ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর নিজে সেই সমস্ত সামগ্রী সরিয়ে নেন। এমনকী, ইডির এক আধিকারিকের মোবাইল ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনেও হাজির হন। এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে ইডি আধিকারিকদের দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহিত করবে। এতে বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়বে। এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। অভিযানের সময় যেসব পুলিশ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অবিলম্বে বরখাস্ত করে বিভাগীয় তদন্তের আওতায় আনা উচিত। যে ঘটনা ঘটেছে আদালত যেন তার প্রতি নজর দেয়।

বিচারপতি মিশ্র প্রশ্ন করেন, "আপনি কি আমাদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দিতে বলছেন?" সলিসিটর জেনারেলের উত্তর, "না,আদালত যেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সেই নির্দেশ দিক।" তিনি আরও বলেন, "পুলিশ এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল যাতে তথ্য-প্রমাণ সরিয়ে নেওয়া যায়।"

এখানে উল্লেখ্য, আজ যখন ইডি সুপ্রিম কোর্টকে রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করে, সেই সময় যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। বিজেপি নেতা জগন্নাথ সরকার বলেন, "সরকার চালাতে গেলে রাজনীতি এবং প্রশাসন দুটোকে আলাদা করে রাখতে হয়। তবে তৃণমূল শাসনে এই সীমারেখা থাকে না। তার খেসারত এবার দিতে হবে।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চোবিশতম পর্ব)

পূজাতে ফাঁকি না দিয়ে আমরা সবাই সঠিকভাবে তার পূজা করি। তার পূজার শিক্ষায় আমরা সর্বদা সবাই শুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় যেন রত থাকি এবং প্রার্থনা করি-

ওঁ অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যুর্মা অমৃতংগময়
আবিরাবির্ম এধি।

অর্থাৎ- হে ঈশ্বর, আমাকে অসৎ থেকে সৎ লোকে,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এবার ইডি নয়, হাজির হল সিবিআই, লাগাতার তল্লাশি চলছে নিউটাউনে

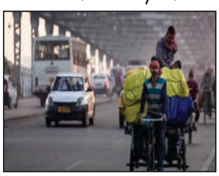

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় আবারও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা। ইডির পর এবার শহরে সিবিআই তল্লাশি। গত বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার ও তার অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। আর এক সপ্তাহ পর এবার তল্লাশিতে নামল সিবিআই। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় কলকাতায় তল্লাশি কেন্দ্রীয় এজেন্সির।বস্তুত, গত বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের তল্লাশিতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। প্রথমে তাঁরা যান কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে। তবে খানিকবাদে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যান। তারপর একটি সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন। ইডি আধিকারিকরা অভিযোগ করে জানান যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তে বাধা দিয়েছেন। অপরদিকে, তৃণমূলের দাবি, ভোটের সব কৌশল চুরি করে নিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোয়েন্দারা।জানা যাচ্ছে, এ দিন কলকাতা-নিউটাউন সহ পাঁচটি জায়গায়

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইহাতে দেবী চতুর্ভুজা এবং ভীষণাকৃতি। তাঁহার বিকরাল বদন, মুণ্ডমালা, ললজিহ্বা, জ্বলৎপিঙ্গলকেশরাজি, ব্যাঘ্রচর্মের বসন, সর্পের ভূষণ ইত্যাদি দর্শকের মনে মহাভীতি সঞ্চার করে। প্রধান হস্তদ্বয়ে তিনি পুষ্পনির্মিত ধনুতে পুষ্পের বাণ যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ করেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতি বছর নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় হবে, বুকের পাটা থাকলে আটকে দেখাক', বড় ঘোষণা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নন্দীগ্রামে বৃহস্পতিবার শুরু হল সেবাশ্রয় মডেল ক্যাম্প। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের সেই ক্যাম্প পরিদর্শন করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে সেখানে চিকিৎসার জন্য আসা মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন অভিষেক। নন্দীগ্রামের মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়েই নিজের সাংসদ এলাকা ডায়মন্ডহারবারের বাইরে এসে নন্দীগ্রামের দুই ব্লকে এই সেবাশ্রয়ের আয়োজন করলেন অভিষেক।এছাড়া আজকের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নন্দীগ্রামে অভিষেকের উপস্থিতি পৃথক রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে। এর আগে 'সেবাশ্রয়' ক্যাম্প হবে জেনে সেখানে একটা চিকিৎসা শিবির করেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাতে তেমন সাফল্য আসেনি। বরং অভিষেকের এই 'সেবাশ্রয়' ক্যাম্পে মানুযের উপস্থিতি চাপে ফেলে দিল বিরোধী দলনেতাকে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন নন্দীগ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বড় ঘোষণা করলেন অভিষেক। আর নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দুকে তুলোধনা করলেন। অভিষেকের কথায়, 'এখানের বিধায়ক শুধু হিন্দু মুসলিম করে রাজনীতি করেছে। এখন সেবাশ্রয় দেখে বিচলিত, ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে এসব করছে। আগামী দিনে মানুষ যদি কাজ করার সুযোগ দেন তাহলে প্রতি বছর নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় হবে। এবার নন্দীগ্রামে ৎণমূল জিতলে ১৭টি অঞ্চলে সেবাশ্রয় হবে। কারও বুকের পাটা থাকলে আটকে দেখাক।'নন্দীগ্রামে এই সেবাশ্রয় শিবির চলবে আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। নন্দীগ্রামের বিধায়ক বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর সেখানেই পা রেখে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন অভিষেক।

এদিকে অভিষেকের নির্দেশেই নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যদের হাত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। যেটা রাজনৈতিকভাবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে নন্দীগ্রামে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয়-১ শিবির ঘুরে দেখেন। নন্দীগ্রামের খোদামবাড়িতে পৌঁছে হেঁটেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। এখানে বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিষেক বলেন, 'আপনাদের সমস্যা এখানে জানান। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি সুচিকিৎসা পাবেন।'

অন্যদিকে শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে 'সেবাশ্রয়' ক্যাম্প চেয়েছিলেন নন্দীগ্রামের মানুষজনই। কারণ ইতিমধ্যেই 'সেবাশ্রয়' ক্যাম্প যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ডায়মন্ডহারবারে এই 'সেবাশ্রয়' ক্যাম্প করে নজর কেড়েছেন সাংসদ। তারপরই দাবি ওঠে নানা জায়গায় তা করার জন্য। তাই ব্যারাকপুরেও হয় 'সেবাশ্রয়' ক্যাম্প। তারপরই দাবি আসে নন্দীগ্রামে এমন চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য। আজ সাধারণ মানুষের উদ্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'যারা পোস্টার ছিঁড়ছে আসলে তাদের পায়ের তলা থেকে জমি সরে গিয়েছে। আসলে মানুষকে নিপীড় করে রাখতেই এই কাজ করা হচ্ছে। একজন জনপ্রতিনিধি বিরোধী দলনেতা। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আছে। চারটে রাস্তা এনেছে কি? এখানের বিধায়ক কোনও কাজ করেনি। তৃণমূল এখানে না জিতলেও কাজ করেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

খামেইনি বিরোধী বিক্ষোভে রক্ত নদীর স্রোত বইছে ইরানে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

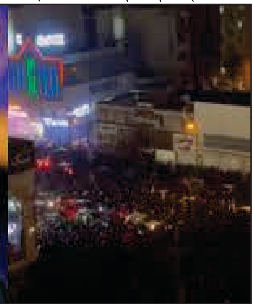

ইরানের সরাকারের বিরুদ্ধে চলা বিক্ষোভের জেরে মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সরকার বিরোধী বিক্ষোভের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪২৮ জন। জানা যাচ্ছে, শত শত বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

ইরানি কর্মকর্তারা বিক্ষোভকারীদের দাঙ্গাবাজ, মোহারেব (ঈশ্বরের শত্রু), সন্ত্রাসী এবং বিদেশী-সমর্থিত আন্দোলনকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। কুর্দি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরপাকড় চালানো হচ্ছে। ৮ জানুয়ারি থেকে ইরানের বিস্তির্ণ এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। যারফলে গোটা বিশ্ব থেকে ইরান রীতিমত আলাদা হয়ে গিয়েছে।এখন তা দেশের ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। দ্রুত কট্টর মুসলিম ধর্মীয় শাসকদের উৎখাতের দাবি তুলছে বিক্ষোভকারীরা। বিশেষত ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেইয়ের অপসারণ চাইছেন বিক্ষোভকারীরা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ভারতীয়দের ইরান ভ্রমণের নিষেধ করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

জানা গিয়েছে, ৮ থেকে ১২ জানুয়ারির মধ্যে ৩ হাজার ৩৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের বেশিরভাগই ৩০ বছরের নিচে। বেশ কয়েকজন অপ্রাপ্ত বয়স্কের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইজরায়েলি সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারে ২০ হাজারের বেশি। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে খবর, ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর মেশিনগান ব্যবহার করছে। রাস্তায় আহত অবস্থায় পড়ে থাকা বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে গুলি করা হচ্ছে।

সেনা দিবসে ভারতীয় সেনা বাহিনীর শৌর্যকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নতুনদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সেনা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় সেনার অদম্য সাহস ও সংকল্প বাস্তবায়নে তাঁদের অঙ্গীকারকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

যে জওয়ানরা প্রচন্ড প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের সীমান্তকে অবিচল অধ্যবসায়ে পাহারা দেন তিনি তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁদের নিঃস্বার্থ পরিষেবা দেবার এই বিষয়টি উচ্চ আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করে তিনি সংস্কৃত একটি সুভাষিতম সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তার শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বাহিনীর সদস্যদের শৌর্য ও আত্মত্যাগের জন্য সমগ্র দেশ তাঁদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে একগুচ্ছ বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেনঃ

“আজ সেনা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় সেনার অদম্য সাহস ও সংকল্প বাস্তবায়নে তাঁদের অঙ্গীকারকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের সেনানীরা নিঃস্বার্থ পরিষেবা প্রদানের প্রতীক, তাঁরা প্রচন্ড প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের সীমান্তকে অবিচল অধ্যবসায়ে পাহারা দেন। তাঁদের কর্তব্য পালনের মানসিকতা দেশ জুড়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করে। সমগ্র দেশ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কর্তব্য পালনের সময় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমরা তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই।

(৪ পাতার পর)

এবার ইডি নয়, হাজির হল সিবিআই, লাগাতার তল্লাশি চলছে নিউটাউনে

তল্লাশি চালায় ইডি আধিকারিকরা। আলিপুর নিউ রোডে অতিরিক্ত ফোর্স নিয়ে তল্লাশি শুরু করেন তাঁরা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আলিপুর নিউ রোডে নিশা কেজরিওয়াল এর বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। নিশা মূলত থাকেন ২৮ নম্বর প্লটের একটি বহুতল বিলাসবহুল আবাসনে।

বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ৬ জন আধা সেনাকে। ভিতরে রয়েছেন আরও দুজন। মূলত, সিবিআই-এর প্রশ্ন এই ব্যাঙ্ক প্রতারণা কেসে কার-কার কাছে গিয়েছে টাকা। সেই সকল প্রশ্ন খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

মহাসড়কে টোটো উলটে জখম দুই,অবরোধ শিশাগোড়ে

হরেকৃষ্ণ মন্ডল, ফালাকাটা

ফালাকাটা - সলসলাবাড়ি মহাসড়কে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে বৃহস্পতিবার টোটো উলটে যাওয়ায় প্রায় এক ঘন্টা মহাসড়ক অবরোধ হল ফালাকাটার শিশাগোড়ে। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ শিশাগোড়ে একটি টোটো উলটে যায়। ওই টোটোটি পলাশবাড়ি থেকে ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল। শিশাগোড়ে বেহাল রাস্তার বড় গর্তে ধাক্কা খেয়ে টোটো উলটে যায়। টোটো থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন শুভঙ্কর মল্লিক ও কামেশ্বর দাস নামে দুই যাত্রী। দুজনের পায়ে চোট লাগে বেশি। তাই টোটো চালক ও অন্য যাত্রীরা মহাসড়ক অবরোধ শুরু করেন। তখন স্থানীয় বাসিন্দারাও মহাসড়কে শামিল হন। কারণ,এই খারাপ রাস্তার কারণে সবাইকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,রাস্তায় বড় বড় গর্ত। রোজ জল দেওয়া হয় না। তখন ধুলো ওড়ে। সেই ধুলো অনেকের বাড়িতে চলে আসে। আবার কোনোদিন বেশি করে জল দেওয়া হয়। তখন হয় কাদা। এদিন বেশি পরিমাণে জল দেওয়া হওয়ায় রাস্তার গর্তে জল জমে ছিল।। তাই টোটো চালক গর্তের আকার বুঝতে পারেননি। এজন্য টোটো উল্টে যায়। তবে খবর পেয়ে আসে ফালাকাটা থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে সাড়ে চারটা নাগাদ অবরোধ উঠে যায়। পরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে ওইসব গর্তে মাটি ফেলে সংস্কার করা হয়।

সিনেমার খবর

অক্ষয় খান্নার সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে এ মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অভিনেতা অক্ষয় খান্না। যৌবনে যখন নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তখন একাধিক সিনেমা করেছেন। প্রশংসিত হয়েছে তার অভিনয়। তবু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ধরা দেয়নি। এবার সেই সাফল্য যেন কয়েক গুণ বেড়ে ধরা দিয়েছে 'ধুরন্ধর' সিনেমার বদৌলতে।

বলিপাড়ার অন্দরমহলে কানাঘুষা— অক্ষয়ের কাছে এমন একটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব আসে, যা তাকে এক লাফে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু সেই সুযোগ অক্ষয়ের কাছ থেকে নাকি কেড়ে নেন বলি মিস্টার পারফেকশনিস্ট অভিনেতা আমির খান। অক্ষয় খান্না ফিল্মি জীবনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ান তিনি।

ফারহান আখতার পরিচালিত 'দিল চাহতা হ্যায়' সিনেমার শুটিংয়ের সময় আমির ও অক্ষয়ের বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সিনেমা মুক্তির পর অক্ষয় কিংবা সাইফ আলি খানের তুলনায় দর্শকদের কাছে বেশি প্রশংসা কুড়াতে থাকেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট। অক্ষয় দুর্দান্ত অভিনয় করলেও তাকে যেন পার্শ্বচরিত্র হিসাবেই রাখা হয়। এ সিনেমা মুক্তির চার বছর পর 'তারে জমিন পার' সিনেমার চিত্রনাট্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন অমোল গুপ্তে। সেই সিনেমায় শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অক্ষয়কে পছন্দ করেছিলেন অমোল। কিন্তু নম্বর না থাকায় যোগাযোগ করতে পারছিলেন না তিনি।

আমির ছিলেন অমোলের বন্ধু। তাকে অমোল নিজের মনের কথা জানান। আমিরের সঙ্গে দেখা করে অক্ষয়ের ফোন নম্বর চান অমোল। নম্বর না দিয়ে অমোলকে কেন হঠাৎ অক্ষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান জানতে চান আমির খান। তিনি আমিরকে বলেন, একটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন অমোল। সিনেমার চিত্রনাট্যের খসড়াও পড়ান। এমনকি সিনেমাটি পরিচালনা করতে চান অমোল নিজে, সে কথাও জানান আমিরকে। সিনেমার গল্প পছন্দ হয়ে যায় মিস্টার পারফেকশনিস্টের। অমোলকে তিনি অনুরোধ করেন, অক্ষয়ের বদলে যেন তাকে শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সেই 'তারে জমিন পার' সিনেমাটি হয়। তবে তাতে অক্ষয় ছিলেন না, সুযোগ পান আমির খানই।

বলিপাড়ার একাংশের দাবি— আমির খান আন্দাজ করেছিলেন 'তারে জমিন পার' সিনেমাটি হিট হবে। তাই এ সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ কোনোমতেই ছাড়তে চাননি আমির খান। তাই অক্ষয়ের কাছ থেকে সিনেমাটি একরকম কেড়ে নেন আমির। যদিও পরবর্তীকালে আমির এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তার চিত্রনাট্য পড়ে মনে হয়েছিল, চরিত্রটা তিনি করতে পারবেন। পরিচালক নন, অমোল শুধু চিত্রনাট্যকার হিসেবেই উপযুক্ত। সেই সময় গল্পটি অমোলের থেকে কিনে নেন আমির। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

'তারে জমিন পার' সিনেমাটি মুক্তির পর অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা করেন আমির খান। তারপর সব ঘটনা জানান অক্ষয়কে। সব শোনার পরও আমিরের ওপর কোনো রাগ করেননি অক্ষয় খান্না।

বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মধ্যেই একসঙ্গে মুম্বাই ফিরলেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মধ্যেই বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ও সেনসেশন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন নববর্ষ উদযাপন শেষে একসঙ্গে মুম্বাই ফিরেছেন। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিল একমাত্র মেয়ে আরাধ্য বচ্চন। সম্প্রতি মুম্বাই বিমানবন্দরে পাপ্পারাজিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন এ তারকা দম্পতি।

কিছু দিন আগে পুরোনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ছুটি কাটাতে যান অভিষেক বচ্চন। সেখানে স্ত্রী ঐশ্বরিয়া ও মেয়ে আরাধ্যকে নিয়ে নিরিবিলি সময় কাটান এ দম্পতি। নববর্ষ উদযাপন করেন এবং দেশে ফেরেন।

নানা কারণে পরিবারের এ তিন সদস্যকে একসঙ্গে খুব একটা দেখা না গেলেও নতুন বছরের শুরুতে তাদের এমন সুখী পরিবার হিসেবে দেখে খুশি ভক্ত-অনুরাগীরা। সামনের দিনগুলোতে এমনই পারিবারিক সুখে সময় কাটুক বলিউড এ তারকা জুটির— এমন প্রত্যাশা নেটিজেনদের।

একটি গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জনকে গুঞ্জন প্রমাণ করেই একসঙ্গে হাসিখুশি মেজাজে দেখা গেছে বলিউডের দুই তারকাকে। যে কারণে নতুন করে ইন্ডাস্ট্রিতে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। তাই বচ্চন পরিবারের ত্রয়ীর ছবি ও ভিডিও এখন ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

এদিকে কর্ম ব্যস্ততা আর কোলাহল থেকে নিজেদের একটু সরিয়ে নিয়ে পরিবারকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়েছেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া। ব্যস্ততার মধ্যেও মেয়ে আরাধ্যকে সবসময় কাছাকাছি রাখতেই দেখা যায় এ অভিনেত্রীকে।

উল্লেখ্য, বলিউড সিনেমা 'ধুম টু' ও 'গুরু' সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে একে অন্যের কাছাকাছি আসেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। দুই পারিবারের ইচ্ছাতেই ২০০৭ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন আলোচিত এ তারকা জুটি। বিয়ের চার বছর পর ২০১১ সালে তাদের সংসারে ঘর আলো করে আসে কন্যা আরাধ্যা।

মা হওয়ার পর আলিয়ার নতুন সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের এ প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। গত ১৩ বছর ধরে হিন্দি সিনেমার অন্যতম ব্যস্ত তারকা তিনি। করণ জোহরের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' সিনেমার মধ্য দিয়ে রুপালি পর্দায় অভিষেকের পর থেকে একের পর এক ব্যবসাসফল ছবি উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। এবার চলচ্চিত্রে নিজের নতুন এক সিদ্ধান্তের কথা জানালেন এ মহেশ ভাট কন্যা।

২০২২ সালের নভেম্বরে রনবীর-আলিয়া দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান রাহা। এর পর থেকেই সিনেমার পাশাপাশি মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন এ দম্পতি। আর তাই আগে বছরে দুই থেকে তিনটি সিনেমায় কাজ করলেও এবার সিনেমায় কাজের সংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটা নিজেই জানিয়েছেন আলিয়া।

বর্তমানে দুটি সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন রণবীরপত্নী। এর মধ্যে শিব রাওয়াইল পরিচালিত 'আলফা' ছবিতে অ্যাকশন লুকে ধরা দেবেন আলিয়া। আরেকটি সিনেমায় তার সহশিল্পী হিসেবে দেখা যাবে রনবীর কাপুরকে। 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' শিরোনামের এই ছবিটির পরিচালক বিখ্যাত বলিউড নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বানসালি। সিনেমার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ভিকি কৌশলকেও দেখা যাবে। ঘোষণা আসার পর থেকেই ছবি দুটি নিয়ে ভক্তদের মাঝে চরম উন্মাদনা দেখা গেছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আলিয়া সিনেমার সংখ্যা কমিয়ে আনার ব্যাপারে বলেন, 'এখন আমার কাজ এবং গতি আলাদা। কারণ, আমার একটি সন্তান আছে। আগে একসঙ্গে দুই থেকে তিনটি সিনেমা করতাম। সেটাই খুব স্বাভাবিক বলে মনে হত। মা হওয়ার পরে জীবনের গতি অনেক কমেছে। এখন আর তা করতে চাই না।'

নিজের ক্যারিয়ারকে মাইলফলক হিসেবে দেখেন না জানিয়ে অভিনেত্রী আরও বলেন, 'আগে যেভাবে সিনেমা বেছে নিতাম, এখনো সিনেমা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করি। একটু অন্যরকম কিছু করার চেষ্টা করি। নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি।'

বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াডে চমক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিতব্য আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট।

নিউজিল্যান্ড দলে সবচেয়ে বড় চমক পেসার জ্যাকব ডাফি। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন তিনি।

বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় র‍্যাংকিংধারী টি-টোয়েন্টি বোলার ডাফি ২০২৫ সালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ৩৬ ম্যাচে ৮১টি আন্তর্জাতিক উইকেট শিকার করেন, যা ভেঙে দেয় কিংবদন্তি স্যার রিচার্ড হার্ডলির ৪০ বছরের

পুরোনো রেকর্ড।

দলের নেতৃত্বে আছেন স্পিন অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার। এটি তার নবম আইসিসি বৈশ্বিক আসর, যা নিউজিল্যান্ড শিবিরে যোগ করেছে বাড়তি অভিজ্ঞতা।

পেস আক্রমণে রয়েছেন অভিজ্ঞ লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি ও অ্যাডাম মিলনে। অলরাউন্ড শক্তি জোগাবেন জিমি নিশাম।

স্পিন বিভাগে স্যান্টনারের সঙ্গে একমাত্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে থাকছেন ইশ সোধি। পাশাপাশি অলরাউন্ডার হিসেবে স্পিন অপশন দেবেন মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্র। ব্যাটিং লাইনআপে আছেন ফিন অ্যালেন, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে ও ড্যারিল মিচেল।

উইকেটকিপার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন টিম সাইফার্ট। বিগ ব্যাশ লিগে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে সেঞ্চুরিসহ দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই দলে ফিরেছেন তিনি। পেস বোলিং রিজার্ভ হিসেবে দলে থাকবেন কাে্ইল জেমিসেন।

নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, অ্যাডাম মিলনে, ড্যারিল মিচেল, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম সাইফার্ট (উইকেটকিপার), ইশ সোধি।

লিভারপুলের রাডারে মেসি

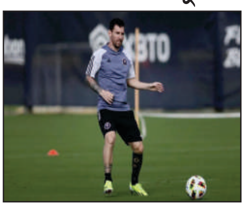

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিগস কাপের পর সাপোর্টার্স শিল্ড। ইন্টার মায়ামির হয়ে লিওনেল মেসির যাত্রা আরও অপ্রতিরোধ্য। ইস্টার্ন কনফারেন্সের শিরোপাও জিতে নেয় মেজর সকার জায়ান্টরা। অবশ্য পূর্ণতা মেলে এমএলএস কাপ জয়ের মধ্য দিয়ে। ডিসেম্বর নিজেদের ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবার এমএলএস কাপ জিতে মায়ামি।

আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী মেসি যেন সোনার হরিণ। যেখানেই হাত দিয়েছেন, সাফল্য ছুঁয়ে গেছে। জাতীয় দল তো বটে, ক্লাব ইতিহাসেও সফল এলএমনটেন। বার্সেলোনার পর পিএসজি, এখন মায়ামি—ক্লাবগুলোর আস্থায় শতভাগ সান্ত্বনা আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।

এবার মেসিকে শর্টটাইম লোনে আনার পরিকল্পনা করেছে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। মেজর লিগ সকার শেষ হয়েছে গতবছরের ডিসেম্বরে। নতুন মৌসুম শুরু মার্চে। এসময়টায় অর্থাৎ শীতকালীন বিরতিতে মেসিকে দলে ভিড়ানোর পরিকল্পনা করেছে লিভারপুল।

বেশ কয়েকটি স্প্যানিশ মিডিয়া ঢালাওভাবে প্রচার করছে, লিভারপুলে মেসির অস্থায়ী চুক্তি নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলমান। উত্তর আমেরিকান লিগের সিজন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত লিওকে ভিড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী অ্যানফিল্ডের ক্লাব। মার্চে শুরু হবে এমএলএস। এ সময়ে মেসিকে খেলার সুযোগ দিতে চায় তার বর্তমান ক্লাব মায়ামি।

লোনের বিষয়টি অর্গানাইজেশন ও আর্থিকভাবে জটিল হিসেবে দেখা হচ্ছে। মেসির বর্তমান ক্লাবের সঙ্গে তার দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি থাকায় জটিলতা তৈরি হয়েছে।

লিভারপুলের লক্ষ্য শুধু মাঠের পারফরম্যান্স বাড়ানোই নয়, সাময়িক সমস্যা থেকে উত্তরণ এবং ক্লাবকে বিশ্বব্যাপী ইমেজ ধরে রাখা ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলা। এ কারণে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও মেসিকে দলে আনার পরিকল্পনা করছে অল রেডসরা।

বার্সেলোনায় ফিরছেন কান্সেলো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৮ মাস পর বার্সেলোনা আবারও জোয়াও কান্সেলোকে দলে ফেরানোর চুক্তি চূড়ান্ত করেছে, যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল থেকে ধারে কাতালান ক্লাবটিতে ফিরছেন এই পর্তুগিজ ফুলব্যাক।

স্প্যানিশ গণমাধ্যমের খবর, ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পর মৌসুমের বাকি সময় স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের হয়ে খেলবেন এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডার।

২০২৩-২৪ মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে বার্সেলোনায় যোগ দেন কান্সেলো। হান্সি ফ্লিকের দলের রক্ষণে শক্তি বাড়াতে ফের আসছেন ৩১ বছর বয়সী ফুল-ব্যাক।

কান্সেলোনার বর্তমান ঠিকানা

সৌদি প্রো লিগের দল আল হিলালের সঙ্গে এরই মধ্যে মৌখিক সমঝোতা হয়ে গেছে বার্সেলোনার। খেলোয়াড়ের সঙ্গেও কাতালান ক্লাবটির বোঝাপড়া হয়ে গেছে খবর দিয়েছে স্পেনের ক্রীড়া পত্রিকা মুন্দো দেপোর্তিভো। চুক্তি সইয়ের পর দেওয়া হবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

লেফট ব্যাক বা রাইট ব্যাক হিসেবে খেলতে পারেন কান্সেলো। প্রয়োজন হলে তাকে মিডফিল্ডার হিসেবেও খেলাতে পারবেন ফ্লিক।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR